সংবাদ

তারিখ . . . MAY 2013
পৃষ্ঠা . . . কলাম . . .

নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি পরিচালনা

সরকারের অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠনের সুপারিশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ) পরিচালনায় এবার সরকারের অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি। সংস্থাটি বলেছে, নতুন বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির একজন সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তহবিল পরিচালিত হবে। বর্তমানে অবৈধ বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে বলে কমিশন মতামত দিয়েছে সরকারের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

সরকারের : অধীনে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

এনএসইউতে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠনের সুপারিশসহ প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে ইউজিসি গত ১৮ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়াও প্রো-ভিসির নিয়োগ প্যানেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় তা অনুমোদনের জন্য চ্যান্সেলরের কার্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে না। কারণ প্রো-ভিসি প্যানেলে যে তিনজনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই আছে নানা অভিযোগ। আর কর্তৃপক্ষ নিজের পছন্দের একজন ভিসি নিয়োগ দিয়ে চ্যান্সেলরের অনুমোদন পেলেও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তিনিও এনএসইউতে যোগদান করছেন না বলে জানা গেছে।

এমনকি বর্তমান এনএসইউ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে চ্যান্সেলরের (রাষ্ট্রপতি) কার্যালয় থেকে সমাবর্তনের অনুমোদন নেয়ায়, তা আটকে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থীর সনদ আটকে আছে। ইউজিসিও আটকে দিয়েছে এনএসইউতে 'ল ফ্যাকাল্টি' খোলার আবেদন। এ পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান সভাপতির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গত ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে মন্ত্রী তাদের এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠনের নির্দেশ দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার একজন সিনিয়র সহকারী সচিব সংবাদকে বলেন, 'নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে দেয়া ইউজিসির সর্বশেষ প্রতিবেদন নিয়ে বারবার সভা হচ্ছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। কারণ এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে চলছে ক্ষমতা আর স্বার্থের খেলা'।

গত ১৮ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়া ইউজিসির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়টির ওপর বর্তমান বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের অনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মানসিকতা, অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে। জানা গেছে, এনএসইউর নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা তদন্তে গত বছরের ২৭ জানুয়ারি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ইউজিসি। এই কমিটি পরবর্তীতে ২৭১ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। তদন্ত কাজ চলাকালীন সময়ে একাডেমিক কার্যক্রম ছাড়া অন্য কোন কাজ না করতে গত বছরের ২৮ মার্চ এনএসইউ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা আমলে না নিয়ে ভিসি প্যানেল, জমি ক্রয়, একজন ভুয়া সনদধারী শিক্ষককে বিভাগীয় প্রধান করাসহ নানা অনিয়ম করেছে।